BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 13(19), 2017: 77-90
Copyright © BIIT
ISSN 1816-689X

Book Reviews

দি মেসেজ অব দি কুরআন, লেখক: মুহাম্মদ আসাদ, প্রকাশক: জিব্রালটা: দার আল আন্দালুস, প্রকাশ: ১৯৮০, মোট পৃষ্ঠা: ৯৯৮।

রিভিউয়ার: শাহ্ আব্দুল হান্নান, সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার, ই-মেইল: shah_abdul_hannan@yahoo.com

মুহাম্মদ আসাদ (১৯৯০-১৯৯৪) যিনি 'দি মেসেজ অব দি কুরআন' তাফসীরটি লিখেছেন, তার লেখার সঙ্গে আমি ১৯৬১ সালের দিকে পরিচিত হই। সেই সময় আমি লাহোর ফাইন্যান্স সার্ভিস একাডেমিতে ট্রেনিংরত ছিলাম। সে একাডেমির লাইব্রেরিতে মুহাম্মদ আসাদের গ্রন্থগুলো ছিল। আমি তার The Principle of State and Government in Islam (ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার) গ্রন্থটি পড়ি। এটি আধুনিককালে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর রচিত প্রধান কয়েকটি গ্রন্থের একটি। এরপর আমি তার Islam at the Crossroads (সংঘাতের মুখে ইসলাম) গ্রন্থটি পড়ি। এতে তিনি আধুনিক যুগে ইসলাম যেসব সমস্যার সম্মুখীন সেগুলো এবং তার সমাধান কী সেসব বিষয় তুলে ধরেছেন। এ সময়েই তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ Road to Mecca (মক্কার পথ) আমি পড়ি। এ গ্রন্থে তার জীবনী, তার অভিজ্ঞতা এবং ইসলাম সম্পর্কে তার বিভিন্ন মতামত বর্ণিত হয়েছে। The Message of the Qur'an (কুরআনের মর্মবাণী) আমি আরো আগে পড়ি। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে এবং আমি এর কপি ১৯৬৬ অথবা '৬৭ সালে পাই। আমি এর অনুবাদে মুগ্ধ হই। আমার মনে আছে যে ইসলামি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ প্রফেসর খুরশিদ আহমদ আমাকে কোনো এক সময় বলেছিলেন যে আসাদের অনুবাদ হচ্ছে ইংরেজিতে শ্রেষ্ঠ অনুবাদ।

মুহাম্মদ আসাদের এ তাফসীরের অনুবাদে Literal বা শাব্দিক অর্থ না করে বরং মর্মবাণী তুলে ধরা হয়েছে। এরকমটি মাওলানা মওদূদীও তার 'তাফহীমুল কুরআনে' করেছেন। তিনিও তার দৃষ্টিভঙ্গিতে শাব্দিক অনুবাদ না করে অনুবাদে মূলভাব তুলে ধরেছেন। মুহাম্মদ আসাদ অবশ্য তার তাফসীরের নোটে (যেখানে তিনি শাব্দিক অনুবাদ করেননি সেক্ষেত্রে) শাব্দিক অনুবাদও দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যারা শাব্দিক অনুবাদ চান তারা এ তাফসীরে শাব্দিক অনুবাদ পেয়ে যাবেন। আসাদ এমন এক মহান ব্যক্তি ছিলেন যিনি নিজের মাতৃভাষা না হওয়া সত্ত্বেও দু'টি বিদেশি ভাষা- আরবি ও ইংরেজিকে পুরোপুরি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। আসাদের আরবি ও ইংরেজি আরব ও ইংরেজদের থেকেও উন্নত। এটি একটি অসাধারণ বিস্ময়।

আসাদ তার তাফসীরে সংক্ষেপে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নোট সংযোজন করেছেন। এসব নোটে তিনি যে কেবল তার নিজের উপলব্ধি তুলে ধরেছেন তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ করে বিতর্কমূলক বিষয়সমূহে পূর্ববর্তী আলেমদের মতামতও তুলে ধরেছেন। তিনি ইসলামের মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী ধারার প্রতিনিধি, অবশ্য তিনি কোথাও আমার জানামতে ইসলামের মূল Spirit বা ভাব থেকে সরে যাননি বা অকারণে অন্য সভ্যতার নিকট নতজানু হননি, যদিও কেউ কেউ এরকম মনে করে থাকেন। তার তাফসীরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব (Gender Bias) মুক্ত। এটি তার সাফল্য। অনেক তাফসীরে এটি দেখা যায় না।

উদাহরণ: সুরা নিসার প্রথম আয়াতের অনুবাদ ও তার নোট দ্রষ্টব্য। তিনি আয়াতের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। এভাবে-

> O mankind! Be conscious of your Sustainer, Who has created you out of one living entity, and out of it created its mate and out of the two spread abroad a multitude of men and women.

সুরা নিসার এক নম্বর নোট দিচ্ছেন এভাবে-

> Out of the many meanings attributable to the term *nafs* – soul, spirit, mind, animate being, living entity, human being, person, self (in the sense of a personal identity), humankind, life-essence, vital principle, and so forth – most of the classical commentators choose 'human being,' and assume that it refers here to Adam. Muhammad Abduh, however, rejects this interpretation (Manār IV) and gives, instead, his preference to 'humankind' in as much as this term stresses the common origin and brotherhood of the human race (which, undoubtedly, is the purport of the above verse), without, at the same time, unwarrantably tying it to the Biblical account of the creation of Adam and Eve. My rendering of *nafs*, in this context, as 'living entity' follows the same reasoning. As regards the expression *zawjahā* ('its mate'), it is to be noted that, with reference to animate beings, the term zawj ('a pair,' 'one of a pair,' or 'a mate') applies to the male as well as to the female component of a pair or couple; hence, with reference to human beings, it signifies a woman's mate (husband) as well as a man's mate (wife). Abu Muslim – as quoted by Razi – interprets the phrase 'He created out of it (*minh*É) its mate' as meaning 'He created its mate [i.e., its sexual counterpart] out of its own kind (*min jinsihā*),' thus supporting the view of Muhammad Abduh referred to above. The literal translation of *minhā* as 'out of it' clearly alludes, in conformity with the text, to the biological fact that both sexes have originated from 'one living entity.'

> অনুবাদ: 'নফস'-এর যেসব বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আত্মা, মন, জীবিত প্রাণ, জীবন্ত সত্তা, মানুষ, ব্যক্তি, নিজ (ব্যক্তিগত পরিচয় হিসেবে) মানবজাতি, জীবনের মূল, মূলনীতি ইত্যাদি এবং এসবের মধ্যে প্রাচীন তাফসীরকারগণ 'মানুষ' অর্থটি গ্রহণ করেছেন এবং ধরে নিয়েছেন যে এটি হচ্ছে আদম; কিন্তু মুহাম্মদ আব্দুহু এ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন (মানার চতুর্থ খণ্ড) এবং এর পরিবর্তে 'মানবজাতিকে' প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা এ অর্থ দ্বারা মানবজাতির সাধারণ ভ্রাতৃত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা হচ্ছে এ আয়াতের বক্তব্যের লক্ষ্য। একই সঙ্গে তিনি অযৌক্তিকভাবে একে বাইবেলে বর্ণিত আদম ও হাওয়া সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিতও করেননি। আমার অনুবাদে আমি 'জীবিত সত্তা' (Living Entity) ব্যবহার করেছি, একই যুক্তির ভিত্তিতে। 'জাওজাহা' (তার সঙ্গী) সম্পর্কে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, জীবজন্তু বা প্রাণির ক্ষেত্রে 'জওজ' (জোড়া, জোড়ার একজন বা একজন সঙ্গী) পুরুষ ও নারী দু'ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় অথবা পুরুষ-স্ত্রী বুঝায়। সুতরাং মানুষের ক্ষেত্রে এটি বুঝায় একজন নারীর সঙ্গী (স্বামী) এবং একজন পুরুষের সঙ্গী (স্ত্রী)। আবু মুসলিম থেকে রাজি উল্লেখ করেছেন, 'তিনি সৃষ্টি করেছেন তার সাথী (অর্থাৎ যৌন সঙ্গী) এর নিজ জাতি থেকে (মিন জিনসাহা)', এভাবে উপরোল্লিখিত মুহাম্মদ আব্দুহুর মতকে সমর্থন করে। 'মিনহা' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'এর থেকে' স্পষ্ট করে আয়াতের শব্দের সঙ্গে সংগতি রেখে, জীব বিজ্ঞানের এ সূত্র যে দু'লিঙ্গই (পুরুষ ও নারী) একই 'জীবন্ত সত্তা' থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

আসাদ তার তাফসীরে অনেকগুলো বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কিন্তু কুরআনের আয়াতের অর্থের আওতাধীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দাসীদের বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীরূপে গ্রহণ এবং হুর সম্পর্কিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যায়।

সুরা নিসার ২৪ নম্বর আয়াতের প্রথমাংশের অনুবাদ তিনি এভাবে করেছেন-

> And (forbidden to you are) all married women other than those whom you rightfully posses (through wedlock).

এ প্রসঙ্গে তিনি সুরা নিসার ২৬ নম্বর নোটে বলেন-

> ... According to almost all the authorities, al-muhsanat denotes in the above context 'married women'. As for the expression *'m*É *malakat aymanukum'* (those whom your right hands possess, i.e., those whom you rightfully possess), it is often taken to mean female slaves captured in a war in God's cause (see in this connection 8: 67 and the corresponding note). The commentators who choose this meaning hold that such slave girls can be taken in marriage irrespective of whether they have husbands in the country of origin or not. However, quite apart from the fundamental differences of opinion, even among the companion of the Prophet, regarding the legality of such a marriage, some of the outstanding commentators hold the veiw that *'m*É *malakat aymanukum'* denotes here 'women whom you rightfully possess *through wedlock*'; thus Razi in his commentary on the verse, and Tabari in one of the alternative explanations (going back to Abdullah Ibn Abbas, Mujahid and others). Razi, in particular, points out that the reference to 'all' married women *(al-muhsan*É*t min an-nis*É*)*, coming as it does after enumeration of prohibited degrees of relationship, is meant to stress the prohibition of sexual relations with any woman other than one's lawful wife.
>
> অনুবাদ: প্রায় সকল তাফসীরকারের মতে উপরের প্রেক্ষিতে 'আল মুহসানাত'-এর অর্থ 'বিবাহিতা নারী' যাদের তোমরা আইনসম্মতভাবে 'মা মালাকাত আইমানুকুম' (তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক অর্থাৎ যাদের তোমরা আইনসম্মতভাবে মালিক) দ্বারা প্রায়ই জিহাদে ধৃত নারী দাসীদের বুঝানো হয় (৮: ৬৭ আয়াতের নোটটি দেখুন)। যেসব তাফসীরকারক এ অর্থ নিয়েছেন তারা মনে করেন যে এমন নারীকে বিবাহ করা যায়, তাদের মূল দেশে তাদের স্বামী থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু এর বৈধতার বিষয়ে নবির সাহাবিদের মধ্যে এবং পরবর্তীতে অন্যদের মধ্যে মৌলিক মতবিরোধ ছাড়াও বেশ কিছু উচ্চ পর্যায়ের তাফসীরকার মনে করেন 'মা মালাকাত আইমানুকুম'-এর অর্থ এখানে 'যাদেরকে তোমরা বিবাহের মাধ্যমে আইনসম্মতভাবে অধিকারী হয়েছো' -এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। রাজি এ আয়াতের এবং তাবারি তার এক ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং অন্যদের উল্লেখ করে)। রাজি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন যে এখানে 'বিবাহিত নারীর' (আল মুহসানাত মিনান নিসা) উল্লেখ (যেহেতু তা নিষিদ্ধ নারীর উল্লেখের পর এসেছে) জোর দেওয়ার জন্য যে, একজনের বৈধ স্ত্রী ছাড়া আর কারো সঙ্গে যৌন সহবাস নিষিদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে আসাদের সুরা মুমিনুনের তাফসীরের ৩ নম্বর নোটও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

> Lit., "or those whom their right hands possess" (*aw ma malakat aymanuhum*). Most of the commentators assume unquestioningly that this relates to female

> slaves, and that the particle *aw* ("or") denotes a permissible alternative. This conventional interpretation is, in my opinion, inadmissible inasmuch as it is based on the assumption that sexual intercourse with one's female slave is permitted without marriage: an assumption which is contradicted by the Qur'an itself (see: 4: 3, 24, 25 and 24: 32, with the corresponding notes). Nor is this the only objection to the above motioned interpretation. Since the Qur'an applies the term "believers" to men and women alike, and since the term *azwÉj* ("spouses"), too, denotes both the male and the female partners in marriage, there is no reason for attributing to the phrase *mÉ malakat aymÉnuhum* the meaning of "their *female slaves*"; and since, on the other hand, it is out of the question that female and male slaves could have been referred to here, it is obvious that this phrase does not relate to slaves at all, but has the same meaning as in 4: 24- namely, "those whom they rightfully *possess through wedlock*" (see note 26 on 4: 24) – with the significant difference that in the present context this expression relates to both husbands and wives, who "frightfully possess" one another by virtue of marriage. On the basis of this interpretation, the particle *aw* which precedes this clause does not denote an alternative ("or") but is, rather, in the nature of an explanatory amplification, more or less analogous to the phrase "in other words" or "that is", thus giving to the whole sentence the meaning, "… save with their spouses – that is, those whom they rightfully possess [through wedlock]….", etc. (Cf. a similar construction 25: 62- "for him who has the will to take thought – that is [lit., "or"], has the will to be grateful".)

তেমনিভাবে 'হুর' সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি সুরা ওয়াকিয়ার ৮ নম্বর নোটে লিখেছেন-

> The noun 'hur' rendered by me as 'companions pure' is a plural of both *'ahwar'* (masc.) and *'hawrÉ'* (fem.), either of which describes 'a person distinguished by *hawar*' which latter term primarily denotes 'in dense whiteness of the eyeball and lustrous black of the iris' *(QÉmËs)*. In a more general sense, *'hawar'* signifies simply 'whiteness' (*AsÉs*) or, as a moral qualification 'purity' (cf. Tabari, Razi and Ibn Kathir in their explanations of the term *'hawariyyËn'* in 3: 52). Hence the compound expression 'hËr in' signifies, approximately, 'pure beings (or more specifically 'companions pure') most beautiful of eye' (which latter is the meaning of 'in', the plural of 'Ayan)...
>
> As regards the term *'hËr'* in its more current feminine connotation, quite a number of earliest Qur'an commentators, among them Al-Hasan al Basri, understood it signifying no more or no less than 'the righteous among the women of the human kind' (Tabari) '[even] those toothless women of yours whom God will resurrect as new beings' (Al-Hasan as quoted by Razi in his comments on 44: 54).
>
> অনুবাদ: বিশেষ্য 'হুর' শব্দটির আমি অনুবাদ করেছি 'জীবন সঙ্গী'। এ শব্দটি পুংলিঙ্গ 'আহওয়ার' এবং স্ত্রী লিঙ্গ 'হাওর' শব্দের বহুবচন। আহওয়ার এবং হাওর দ্বারা এমন এক

ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি 'হাওয়ার' দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। 'হাওয়ার দ্বারা প্রধানত বুঝায়' চোখের গভীরভাবে সাদা হওয়া এবং চোখের মণির উজ্জ্বল কালো হওয়া (কামুস)। সাধারণ অর্থে 'হাওয়ার' দ্বারা বুঝায় শুধু সাদা হওয়া (আসাস) অথবা একটি নৈতিক গুণ হিসেবে 'পবিত্রতা' (তাবারি, রাজি এবং ইবনে কাসিরে ৫: ৫২ আয়াতের 'হাওয়ারিউন' শব্দের ওপর আলোচনা)। সুতরাং যুগ্ম শব্দ 'হুর ইন' দ্বারা মোটামুটিভাবে বুঝায় 'পবিত্র ব্যক্তিগণ (বা আরো স্পষ্টভাবে পবিত্র সঙ্গী), যাদের চোখ খুব সুন্দর (এটি হচ্ছে 'ইন' শব্দের অর্থ, এ শব্দটি 'আয়ন' শব্দের বহুবচন)'।

সাধারণভাবে হুর দ্বারা সাধারণত নারী বুঝানো হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, পূর্বের যুগের বেশ কয়েকজন তাফসীরকার, যাদের মধ্যে হাসান আল বসরিও রয়েছেন, এর অর্থ করেছেন 'মানবজাতির মধ্যে সৎকর্মশীল নারীরা' (তাবারি)। এমনকি বিগত ঐসব দাঁতহীন মেয়েরাও 'নতুন মানুষ' হিসেবে পুনরুত্থিত হবেন (আল হাসানকে এভাবেই রাজি উল্লেখ করেছেন তার তাফসীরে ৪৪: ৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যা)।

মুহাম্মদ আসাদের পুরো তাফসীরটিরই একটি অনন্য সাধারণ সৃষ্টি। মুহাম্মদ আসাদ তার তাফসীরের শেষে চারটি সংযোজনী যোগ করেছেন। এসব সংযোজনীর বিষয় হচ্ছে 'কুরআনের রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার', 'আল মুকাত্তায়', 'জ্বীন' এবং 'মিরাজ' সম্পর্কে। এ সবকটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী।

কুরআনের তাফসীরে দৃষ্টিভঙ্গির প্রার্থক্য সব সময় ছিল ও থাকবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মতবিরোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক। বড় চিন্তাবিদদের ক্ষেত্রে এটি সবসময়ই হয়েছে। যারাই তাফসীর সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে চান তাদের অবশ্যই মুহাম্মদ আসাদের তাফসীর পড়া উচিত, যেমন পড়া উচিত এ যুগের এবং পূর্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তাফসীরসমূহও।

ইসলামে সমাজবিজ্ঞান, লেখক: ড এম. মোসলেহ উদ্দিন এবং ড ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, প্রকাশক: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি), প্রকাশ: ২০১৪, আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৪৭১-০৬-৭, পৃষ্ঠা: ২০৭।

রিভিউয়ার: আহসান হাবীব, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান বিভাগ, গ্রীণ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১২০৭, ই-মেইল: *ahbd44@gmail.com* এবং আবু বকর সিদ্দিক নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ফ্যাকাল্টি অব লেটার, মারদিন আরতুকলু ইউনিভার্সিটি, ৪৭১০০, মারদিন, তুরস্ক, ই-মেইল: *abubakarsiddiq@artuklu.edu.tr*

(১)

সাধারণ অর্থে মানুষ, সমাজ এবং মানবীয় কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক বিষয়াবলী পূর্ণাঙ্গভাবে জানার বিজ্ঞান হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। বিদ্যাজাগতিকভাবে সমাজবিজ্ঞানকে সবচেয়ে পুরাতন বিষয়ের নবীন বিজ্ঞান হিসেবে অনেকে অভিহিত করেন। কেননা, সমাজ সর্বপ্রাচীন মানবীয় সংগঠন। সমাজই মানুষের চিরন্তন আবাসস্থল। সমাজের বুকেই মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ, মৃত্যু প্রভৃতি সংঘঠিত হয়। সে হিসেবে একটি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের যাত্রা অনেক পরে।

সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজ পরিবর্তনের এ ধারা ও হার সকল সমাজে এক নয়। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সমাজের পরিবর্তন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পরিবর্তনের এই ভিন্নতার কারণে প্রত্যেকটি সমাজের সামাজিক প্রপঞ্চগুলো আলাদা আলাদা হয়। এ কারণে কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক আচরণ, সামাজিক প্রপঞ্চ কিংবা সমাজের কোনো নির্দিষ্ট গতি-প্রকৃতির উপর স্থায়ী ও সার্বজনীন তত্ত্ব তৈরি সম্ভব হয় না। যে সামাজিক চলকের উপর ভিত্তি করে তত্ত্ব নির্মিত হয় তা সদা পরিবর্তনশীল ও সমাজভেদে ভিন্ন। এক্ষেত্রে নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন হয় নতুন তত্ত্ব নির্মাণ, যা একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া বিজ্ঞান হিসেবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে তুলনায় সমাজবিজ্ঞানকে পিছিয়ে দেয়।

অন্যদিকে সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনাগুলো মূলত তিন ধরনের: ধর্মীয়, দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক। এই তিনটি ভিত্তিকে কেন্দ্র করে আবার বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে। ধর্মের সমাজবিজ্ঞান, ধর্মের নৃবিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু আলোচনা বিদ্যাজগতে আছে। সে তুলনায় ইসলামে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা অনেক কম। এদিক থেকে 'ইসলামে সমাজবিজ্ঞান' গ্রন্থটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে আমরা মনে করি।

ইসলাম একটি ধর্ম। পূর্ণাঙ্গতার বিচারে যেটি অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা। মানুষ এবং সমাজের এমন কোনো বিষয় নেই যে সম্পর্কে ইসলামে দিক নির্দেশনা নেই। ইসলাম নিজেই একটি জীবনবিধান। সে দৃষ্টি থেকে 'ইসলামে সমাজবিজ্ঞান' অন্যান্য ধর্মের সমাজবিজ্ঞান থেকেও স্বতন্ত্র। বিষয়ের এই গুরুত্ব বিবেচনা করে 'ইসলামে সমাজবিজ্ঞান' গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশকের বক্তব্য অনুযায়ী 'ইসলামে সমাজবিজ্ঞান' গ্রন্থটি মূলত দু'টি প্রামাণ্য গ্রন্থের অনূদিত সংকলন। গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ড. এম মোসলেহ উদ্দিন লিখিত *Sociology and Islam* শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ যেটি ইসলামিক বুক ট্রাস্ট, কুয়ালালামপুর কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির তৃতীয়ভাগ ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকীর *সিয়াগাতুল উলুম আল ইজতিমাইয়্যা* শীর্ষক আরবি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ যেটি আইআইআইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থটির বিন্যাস প্রথাগত গ্রন্থের মতো নয়। গ্রন্থটির শিরোনাম কিংবা আলোচনার বিষয়বস্তুর কারণে গ্রন্থটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা স্বাভাবিক। অন্যদিকে আমাদের জানামতে, বাংলা ভাষায় ইসলামের সাথে সম্পর্কিত করে সমাজবিজ্ঞানের কোনো গ্রন্থ এখনো প্রকাশিত হয়নি। সে দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্র গ্রন্থটি আলাদা গুরুত্বের দাবি রাখে।

গ্রন্থটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। গ্রন্থটি যেহেতু দুটি আলাদা গ্রন্থের সমন্বয়ে রচিত সে জন্য তিনটি ভাগের মধ্যে বিন্যাসগত পার্থক্যও বিদ্যমান। প্রথম ভাগে রয়েছে দশটি ও দ্বিতীয় ভাগে আটটি অর্থাৎ প্রথম দুই ভাগে আঠারোটি অধ্যায় রয়েছে। বিন্যাসগত দিক থেকে তৃতীয় ভাগটি প্রথম দুইভাগ থেকে আলাদা। তৃতীয় ভাগে কোনো অধ্যায় বিন্যাস নেই। একটি বিদ্যাজাগতিক প্রবন্ধের মত সমাজবিজ্ঞানের ইসলামিকরণ বিষয়ে এ ভাগে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম ভাগে বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিকাশ, অন্যান্য সমাজ বিষয়ক বিজ্ঞানের সাথে তুলনামূলক আলোচনা ও সমাজের বিবর্তন, পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে ইসলামের মৌলিক ভিত্তিসমূহের পাশাপাশি সমাজ সংক্রান্ত ইসলামের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতিসহ তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের সাথে অন্যান্য সামাজিক মতবাদসমূহের তুলনামূলক আলোচনাও এ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে।

গ্রন্থের নামের সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনা রয়েছে গ্রন্থটির তৃতীয় ভাগে। এই ভাগটির রচয়িতা ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী। লেখক এখানে সমাজ বিষয়ক জ্ঞানের সাথে ইসলামের সম্পর্ক, ইসলামের নীতি ও

বিধানসমূহ তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি সমাজের গতিশীলতা, পরিবর্তনশীলতা ও সমাজের বিভিন্ন প্রপঞ্চ অধ্যয়নে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের পন্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

অত্র গ্রন্থটির লেখক দুইজন হলেও ভূমিকা লিখেছেন ড. এম. মোসলেহ উদ্দিন। ভূমিকাতে অধ্যয়নের একটি শাস্ত্র হিসেবে 'প্রথাগত' সমাজবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে বিভিন্ন লেখক ও গবেষকদের উদ্ধৃতি দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে সমাজবিজ্ঞান মানুষের ব্যবহারিক বিষয়সমূহের মতবাদ কিংবা তত্ত্ব নির্ভর একটি শাস্ত্র।

সমাজবিজ্ঞানী যে বিষয়গুলো নিয়ে অধ্যয়ন করেন সে বিষয়গুলো অত্যন্ত জটিল এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানী সমাজের যে বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করেন তিনি নিজেও এই অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের অংশ। অর্থাৎ একজন সমাজ গবেষকের পক্ষে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ থাকা অত্যন্ত কঠিন। তাই সমাজ বিষয়ক বিজ্ঞানসমূহের মতবাদসমূহের ভিন্নতা অন্য যেকোনো বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক। সমাজ সংক্রান্ত যে মতবাদ কিছুদিন আগে সঠিক মনে হয়েছিল, কয়েক বছর পরেই সেখানে অন্য কোনো মতবাদ সত্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আবার একই সময়ে বিভিন্ন স্থানিক পার্থক্যের কারণেও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদের যথার্থতা প্রতীয়মান হয় না। এখানে লেখক মনে করেন 'সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে সকল মতবাদের সংহতি অসম্ভব'।

এই সীমাবদ্ধগুলোর পাশাপাশি লেখক দেখাতে চেষ্টা করেছেন সমাজ সংক্রান্ত অলোচনায় ইসলামের সার্বজনীনতাকে। তিনি মনে করেন, সমাজবিজ্ঞানের মতবাদগুলো যেখানে পরস্পরবিরোধী সেখানে সমাজ ও মানুষের জীবন সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা যথার্থ ও সুনিয়ন্ত্রিত, সর্বকালীন ও সর্বজনীন।

(২)

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের শুরুটা হয়েছে বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে। যেখানে দেখানো হয়েছে, সমাজবিজ্ঞান হলো অতিপ্রাচীন বিষয়ের একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিরীক্ষণ পদ্ধতির আলোকে অগাষ্ট কোৎ সমাজ অধ্যয়নে নিরীক্ষা পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। অন্যদিকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের যাত্রার অগ্রপথিক হিসেবে অগাষ্ট কোৎ'কে মনে করা হলেও ভলতেয়ার, মন্তেস্কো, গোটে, ফারগোসেনসহ বিভিন্ন দার্শনিকদের হাত ধরেই সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। ইতিবাচকবাদ যেটা মূলত অগাষ্ট কোৎ-এর সমাজ অধ্যয়নে নিরীক্ষা বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির ব্যবহার এবং অঙ্গবাদ যেটি সামাজিক গতিশীলতার অন্তর্নিহিত কাঠামোকে বুঝায়- এই দুটি মতবাদকে মনে করা হয় সমাজবিজ্ঞানের শুরুর দিকের দুটি মতবাদ।

প্রথম ভাগে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে কীভাবে বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতবাদ বিকশিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান বিকাশের ইতিহাসের সাথে নতুন নতুন মতবাদের উদ্ভাবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে কোনো একটি তত্ত্ব দীর্ঘদিন গ্রহণযোগ্যতার আসনে ছিল না। একটি তত্ত্ব বা মতবাদ তৈরির কিছুদিনের মধ্যেই নতুন অন্য তত্ত্ব তৈরি হয়। নতুন তত্ত্বে অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন তত্ত্বের সমালোচনা থাকে, কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে সমাজকে ব্যাখ্যা করা হয়। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক গ্রীক যুগ, রোমান যুগ থেকে শুরু করে আলোকময়তার পরবর্তী সময়কাল পর্যন্ত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদগুলো নিয়েও আলোচনা করেছেন। যেখানে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন সমাজবিজ্ঞানের অধিকাংশ মতবাদই পরস্পরবিরোধী।

সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কিংবা মতপার্থক্যের একটি বড় জায়গা হল জ্ঞান উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে। দার্শনিকরা সমাজের বিভিন্ন প্রপঞ্চ ব্যাখ্যায় যুক্তিকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজের ব্যাখ্যায় ও সমাজ সংক্রান্ত মতবাদ তৈরিতে অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষাকে গুরুত্ব দেন। লেখত মূলত প্রথমভাগে এটা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন যে সমাজ হচ্ছে বৈচিত্রময় ধ্যান-ধারণার জটিল সমাহার। যে কারণে সমাজ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট উপসংহারে সমাজবিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত আসতে পারেন নাই।

এমন পরিপ্রেক্ষিতে লেখক মনে করেন ইসলামই মানবজাতিকে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা উপহার দিতে পেরেছে যা বিশুদ্ধ ও যথার্থ, সার্বজনীন ও সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। এর ভিত্তিতে লেখক দ্বিতীয় ভাগে সমাজ সংক্রান্ত ইসলামের ব্যাখ্যাগুলোকে আলোচনা করেছেন। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তেমনিভাবে এর সামাজিক ব্যবস্থাও পূর্ণাঙ্গ ও পবিত্র, যেটি সকল সময় ও সকল জাতির জন্য প্রযোজ্য। যে ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা 'প্রথাগত' সমাজ বৈজ্ঞানিক কোনো মতবাদ তৈরি করতে পারে নাই। লেখক এই খণ্ডে মানব জাতির ঐক্য, ইসলামের ভারসাম্য, বিশ্বজনীনতা, বিশ্বাস, ইসলামের মৌলিক স্তম্ভসমূহ, ইসলামের নীতিবিধান ও এর বাস্তবায়ন, আল্লাহর নীতি প্রভৃতি বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের সমাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যার সমালোচনাও করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীদের সমাজ সংক্রান্ত ব্যাখ্যার সাথে ইসলামের ব্যাখ্যার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সমাজনীতি, রাজনীতি, আইন, বিচার, অর্থনীতি, নারীর অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ গ্রন্থের এ ভাগে আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থটির প্রথমভাগের আলোচনার ফোকাস ছিল 'প্রথাগত সমাজবিজ্ঞান', দ্বিতীয়ভাগে আলোচিত হয়েছে সমাজ ও মানুষের বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের নীতিবিধান ও দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু তৃতীয়ভাগে এসে 'প্রথাগত সমাজবিজ্ঞান' ও 'ইসলাম' এর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটির এ ভাগে মনে করা হয়েছে সমাজের মূল একক হচ্ছে মানুষ। মানুষের মানবিক প্রপঞ্চগুলো ঠিকভাবে বুঝতে পারলে সমাজের বহুমাত্রিকতা বুঝা সহজ হয়ে যায়। মানুষের মানবিক প্রপঞ্চসমূহ সবগুলো দৃশ্যমান নয়। যে কারণে শুধু যুক্তি, অভিজ্ঞতা, নিরীক্ষা কিংবা যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত প্রায়োগিক উপাদানের মধ্য দিয়ে মানুষের মানবিক প্রপঞ্চ ব্যাখ্যা করা সবসময় সম্ভব হয় না। আর এ ক্ষেত্রেই ইসলাম কার্যকরী হতে পারে। কেননা, ইসলামি জ্ঞান পদ্ধতির মূল বিষয় হচ্ছে সত্যের একত্ববাদ। কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে দুটি সত্য থাকতে পারে না। আর এই সত্যটা ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত। এই বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে লেখক এখানে সমাজবিজ্ঞানের ইসলামিকরণ, এর কার্যকারিতা এবং অধ্যয়নের বিষয়বস্তু ও গবেষণার উপকরণ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। অর্থাৎ ইসলামি পদ্ধতিতে সমাজবিজ্ঞান চর্চার একটি নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনের একটি রূপরেখা লেখক এখানে দিয়েছেন।

(৩)

বাংলা ভাষায় এ ধরনের একটি বিষয়ের সূচনার জন্য গ্রন্থটি অনেকেরই পাঠ্য তালিকায় থাকার কথা। এছাড়াও সমাজ বিষয়ক বিজ্ঞান নিয়ে যারা অধ্যয়ন করেন তাদের সকলের জন্য গ্রন্থটি খুব কার্যকর রেফারেন্স গ্রন্থ হতে পারে। গ্রন্থটিতে সমাজ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে বক্তব্যসমূহ আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য মনে হয়েছে। তবে গ্রন্থটির শিরোনাম ও পদ্ধতিগত বিষয়ে কিছু কথা বলা আবশ্যক বলে মনে করছি।

'ইসলামে সমাজবিজ্ঞান' (Sociology in Islam), 'ইসলামি সমাজবিজ্ঞান' (Islamic Sociology), 'ইসলামের সমাজবিজ্ঞান' (Sociology of Islam), 'ইসলাম ও সমাজিবিজ্ঞান' (Islam and Sociology) পরিভাষাগুলোর মধ্যে সংজ্ঞাগত ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। বিদ্যাজগতে এই বিষয়গুলো সব সময়েই আলোচনাতে থাকে। যদি ইসলাম কিংবা 'ইসলামি সমাজ' সমাজবিজ্ঞানীদের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হয় তাহলে সেটা ইসলামের সমাজবিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ সমাজ ইসলামি কিন্তু অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতাত্ত্বিক, তাহলে সেটা ইসলামের

সমাজবিজ্ঞান। আর যদি বিষয়বস্তু হয় সমাজ, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামিক তাহলে সেটা ইসলামিক বা ইসলামি সমাজবিজ্ঞান। অন্যদিকে, যদি সমাজকে ইসলাম ও সমাজবিজ্ঞান উভয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হয় তখন সেটা ইসলাম ও সমাজবিজ্ঞান হিসেবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে। গ্রন্থটির শুরুতে 'প্রকাশকের কথা' শিরোনামে প্রকাশক বলেছেন যে, গ্রন্থটির প্রথম দুইভাগ লেখকের Sociology and Islam শীর্ষক গ্রন্থের অনুবাদ। সেক্ষেত্রে গ্রন্থটির নাম 'সমাজবিজ্ঞান ও ইসলাম' হওয়াটা অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া গ্রন্থটিতে যেভাবে সমাজবিজ্ঞান ও ইসলামকে সমাজ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে, সে দৃষ্টিতেও গ্রন্থটি 'সমাজবিজ্ঞান ও ইসলাম' শিরোনামে হতে পারত।

গ্রন্থটিতে 'প্রথাগত সমাজবিজ্ঞানের' একটি বড় সমালোচনা হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের মতবাদগুলো একটি আরেকটি থেকে আলাদা। সমাজের ইসলামি ব্যাখ্যার আলোকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে সমাজের মূলনীতিগুলো বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া উচিত না। বিশেষ করে ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের যে ব্যাখ্যা রয়েছে তা সার্বজনীন। এমনকি সমাজবিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানের একটি সাধারণ সংজ্ঞা তৈরি করতে পারেন নাই, যেটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। এখানে বিষয় হলো সমাজবিজ্ঞানীরা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা তৈরি করতে পারেন নাই নাকি তারা তৈরি করতে চান নাই। অন্যভাবে দেখলে সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে হলে এমন একটি সংজ্ঞার কি আদৌ দরকার আছে কিনা।

সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় সমাজ। সমাজের মানুষ, তাদের সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, সমাজের পরিবর্তন, সামাজিক সমস্যা, সামাজিক কাঠামো প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে। মধ্যপ্রাচ্যের মরু অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস, তাদের পোশাক, সমাজ কাঠামোর সাথে ভারত, শ্রীলংকা বা বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। জীবন ধারণের এই বৈচিত্রের কারণেই সমাজের বিশ্লেষণ ও মতবাদগুলো আলাদা হয়। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। কুরআন ইসলামি জীবনবিধানের সংবিধান। সকল বিষয়েই ইসলামের কিছু নীতিমালা দেয়া আছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ অধ্যয়ন করা যায়, সেক্ষেত্রে ইসলাম নিজেই বিজ্ঞান। কুরআনের তত্ত্বগুলোই তখন একমাত্র সত্য হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু ইসলামের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র বিদ্যমান। এই বৈচিত্রগুলো আবার সকল সমাজে সমান না।

বর্তমান পৃথিবীতে সমাজ বিষয়ক অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান একটি। সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা। সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসমূহের মধ্যে নৃবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল, আইন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমাজতত্ত্ব আর সমাজবিজ্ঞান একই বিষয়ের দুটি ভিন্ন নাম। সামাজিক বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখা মানুষ ও সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করে। এখানেও ব্যাপক বৈচিত্র বিদ্যমান।

অধ্যয়নের বিষয়ে বৈচিত্রতা থাকবে, দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈচিত্রতা থাকবে, এমনকি মতবাদগুলোও আলাদা আলাদা হবে। এগুলোকে সমাজ অধ্যয়নের দুর্বলতা হিসেবে না দেখে শক্তি হিসেবেও দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈচিত্রতা, সামাজিক সমস্যা ও পরিবর্তনসমূহকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতিগুলো গাইডলাইন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের বৈচিত্রতা, সমস্যা কিংবা পরিবর্তনসমূহ অধ্যয়ন। এ জন্য 'প্রথাগত সমাজবিজ্ঞানকে' বাতিল করে না দিয়ে একইসাথে সমান্তরাল ভিত্তিতে অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

ইসলাম শুধু একটি মতবাদ কিংবা একটি ধর্ম না। এটি একটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ধারণ পদ্ধতি। অন্যান্য ধর্ম থেকে এটাই ইসলামের স্বাতন্ত্রতা। মানব জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই যেটি ইসলামে নেই। এমন একটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি সমাজবিজ্ঞানে তেমন আলোচিত হয়নি। এর একটি বড় কারণ হতে পারে সমাজবিজ্ঞানের

উদ্ভব, বিকাশ সবকিছুই পশ্চিমা সমাজ নিয়ন্ত্রিত। পশ্চিম যেভাবে অধ্যয়ন করেছে সেভাবেই সমাজবিজ্ঞান সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে সমাজবিজ্ঞানকে আরো কার্যকর ও যুগোপযোগী হিসেবে তৈরি করতে সহায়ক হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অত্র গ্রন্থটি একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

তথ্যসূত্র

Abercrombie, Nicholas, Stephen Hill, and Bryan S. Turner. (2000). *The Penguin Dictionary of Sociology*. London: Penguin.

Allan, Kenneth. (2006). *Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds*. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Berger, Peter L. (1963). *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*. New York: Anchor Books.

Elias, Norbert. (1978). *What Is Sociology?* New York: Columbia University Press.

Mills, C. Wright. (2000) [1959]. *The Sociological Imagination*. 40th ed. New York: Oxford University Press.

Islamic Civilization and the Modern World: Thematic Essays, By Osman Bakar: UBD Press, Universiti Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 2014. Pp. VIII+356. ISBN: 978-99917-1-269-7 (KulitKeras).

Reviewer: Foyasal Khan, Doctoral Candidate, International Islamic University Malaysia. E-mail: *foyasal.khan@gmail.com*

Emeritus Professor Dato' Dr Osman Bakar, currently Chair Professor and Director of Sultan Omar 'Ali Saifuddin Centre for Islamic studies (SOASCIS) at Universiti Brunei Darussalam, is aninternationally recognized scholar of Islamic thought and civilization. He is one of the prominent figures in the list of contemporary Islamic thinkers for his outstanding contributions authoring 18 books and more than 300 articles on various aspects of Islamic thought and civilization, particularly Islamic science and philosophy. *Islamic Civilization and the Modern World: Thematic Essays* is another sign of his intellectual faculty where Dr. Bakar, the Former Director of International Institute of Islamic Thought (IIIT) in East Asia, has presented a thematic treatment of Islamic civilization. This book consists of fourteen chapters along with an 'introduction' and each chapter deals at least with a major theme of Islamic civilization—the youngest religiously-based civilization of the world as Dr. Bakar recognizes. This book explores many interesting ideas. Among others, this book includes "the three types of a civilization's global presence, the *Qur'anic* theory of the identity of the Muslim *ummah* and the identity of Islamic civilization, *tawhidic*

epistemology, the core content of a knowledge culture, the wisdom of medical pluralism, the theory of Islam and the three waves of globalization, the marriage between ethnicity and religiosity to produce certain type of civilizations, and civilizational renewal in relation to *Maqasid al-shari'ah*."

In the first chapter, Islamic civilization and its global presence has been discussed as the most important theme with special focus on the domain of knowledge culture. The various types of a civilization's global presence have been explained. The theme of the identity of the Muslim *ummah* and by extension the identity of Islamic civilization itself is the primary concern in the second chapter while the central theme of the third chapter is the destined role of Islam [the religion] and its civilization as the bridge between the East and the West.

In the fourth chapter, classification of knowledge and of the sciences have been discussed as the central theme with reference to two of the most eminent Muslim thinkers in history, namely Qutb al-Din al-Shirazi (1236-1311) and Ibn Khaldun (1332-1406). The spiritual and ethical foundations of science and technology in Islamic civilization have been presented as the theme of the fifth chapter. Dr. Bakar, Former Deputy Chief Executive Officer (CEO) of International Institute of Advanced Islamic Studies, Malaysia (IAIS), thinks this theme is a subtheme of knowledge culture or may be referred to as Islam's scientific and technological culture.

Islam's medical and public health systems were so comprehensive that they marked tremendous impact on the modern West. History of that systems have been revisited in chapter six while chapter seven discusses the role of cosmology in the cultivation of the arts which is inseparable from knowledge culture as understood and practiced in Islam. In chapter eight, environmental health care and welfare which is an extremely important aspect of Islamic civilization has been dealt with.

The theme of Islamic science and technology has been duly placed in chapter nine and ten which is related to central theme of chapter five. These three chapters show the importance of the pursuit of science and technology in the age of classical Islamic civilization. However, these three chapters differ in emphasizing different aspects of Islamic science and technology. Chapter five focuses on the issue of the spiritual and ethical nature of the foundation of Islamic science and technology while chapter nine deals with the theme of Islam's golden age in the field of science but with specific reference to Andalusian science or science in Muslim ruled Spain. Finally, some of the most noteworthy contributions of Islamic civilization to humanity in general and

particularly in the field of science and technology have been remarkably illustrated in chapter ten.

Islam and globalization in world history is the main theme of discussion in the eleventh chapter. A theory called "Islam and three waves of globalization' has been developed. This chapter discussed the South Asian experience by Dr. Bakar, formerly Deputy Vice Chancellor (Academic) of University of Malaya, which recognizes the role of Islam as the first prime mover of globalization in human history. His theory advertently reveals the first wave as 'the Muslim dominated globalization' and its time-span of about 600 years (1000 A.D.-1600 A.D.), the second wave as 'western-dominated globalization' and its time-span of about 450 years (1600 A.D.-1950 A.D.), and the third wave as 'contemporary or American dominated globalization'.

The focus of discussions has been shifted from international area to a particular region, Southeast Asia, in the twelfth chapter which pursues the theme of Islamic civilization. As a major issue, the identity of Malay Islamic civilization has been addressed specifically. This chapter discusses the application of the theory of *ummatic* and civilizational identity formulated in chapter two to Malay ethnicity that resulted in the formation of Malay-Islamic identity. In the thirteenth chapter, the author advertently portrays the identity crisis of contemporary Muslim *ummah* and its civilization and identifies the eclipse of *tawhidic* epistemology as the root cause of this identity crisis. In the last chapter, he discusses the place and role of *Maqasid al-shari'ah* in the civilizational renewal of the Muslim *ummah* of the twenty-first century and how the restoration of *tawhidic* epistemology discussed in chapter thirteen can be presented as the key element in the envisaged civilizational renewal (*al-tajdid al-hadari*).

In the conclusion of the last chapter (p. 327), Dr. Bakar, formerly Malaysia Chair of Southeast Asian Islam at the Prince Talal al-Waleed Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, Washington DC, argues that the task of civilizational renewal is vast in scope and formidable to be undertaken in practice and it requires the cooperation of many individuals, groups, and institutions. To this end, he recommends three specific suggestions. Firstly, academic and research institutions need to work together in promoting the ideas of the *maqasid* and *al-tajdid al-hadari* through activities such as seminars and conferences and publications of writings on the two themes. Secondly, there is a need to identify scholars and academics with the interest and the necessary expertise to help develop the new science of civilization in question. Finally, the issue of interrelationships between the *maqasid* and *al-tajdid* al-

hadari has to be put high on the priority list in the collaborative research and publication programs among the Islamic think tanks and other research organizations.

This reviewer agrees with all suggestions put forward by Dr. Bakar who was a former youth leader of the influential 'Muslim Youth Movement of Malaysia' or ABIM. Furthermore, I would like to add some suggestions for creative engagement of youth and young generation in the process of civilizational renewal. Firstly, academic and research institutions can provide the facilities of the internship as well as fellowship for the interested youth and young people. Annual Youth forum and summer school program could also be organized where there will be a bridge between the seasoned and young scholars. Secondly, from the personal experience of attending an online course of Columbia Universityon *The Age of Sustainable Development* instructed by Professor Jeffrey Sachs, this reviewer suggests Sultan Omar 'Ali Saifuddin Centre for Islamic studies (SOASCIS) to develop an online course on *Islamic Civilization and the Modern World*instructed by Professor Osman Bakar where many youths and young around the world will have the access to attend, participate in the debates and discussions on various themes of Islamic Civilization. Those who will successfully complete the course will receive the statement of accomplishment and electronic version of the book. Another suggestion is that this book is costly especially for the students and young researchers of third world countries. In this regard, a low cost edition could be published for the widely circulation of the messages of the book. Finally, this book is very important for all but this book has used a long list of terminologies which are unfamiliar to many young knowledge-seekers. In this regard, this reviewer would like to see a *glossary of terms* in the next edition of the book.

The author and the book as well have already been acclaimed by many great Islamic scholars. John L. Esposito, Professor of Georgetown University, states that the book provides a wealth of knowledge and a fresh perspective on Islamic civilization and its relevance today and its relationship with Western civilization. Mohd Kamal Hassan, Distinguished Professor, International Islamic University of Malaysia, sees this book as a most timely intellectual enrichment and rethinking of an ever relevant discourse in light of grave civilizational malaise of secular modernity and "progress" and the necessity of a major global paradigm shift in civilizational reform and reconstruction. Tariq Ramadan, Professor of Contemporary Islamic Studies, University of Oxford, gives credit to this book as saying "a timely, scholarly and fascinating contribution". He thinks these thematic essays are of critical importance in a time where Muslims are being questioned about their ability to confront the modern world. Seyyed Hossein

Nasr, Professor of Islamic Studies, George Washington University, credits the book for writing from the transmittal point of view combined with excellent scholarship and not suffering from that sense of inferiority complex that taints so many works by Muslims on their own religion and culture. He recognizes this book as an important contribution by Dr. Bakar—who was named among the 500 most influential Muslims in the world in 2010 and 2012—to the field of Islamic civilizational studies for which all scholars of Islamic studies should be grateful.

There are many appealing features of the book that would help attract positive responses and critiques from readers thereby helping to contribute to a more enlightened discourse on Islamic civilization. As Seyyed Hossein Nasr has said, this very valuable and timely book brings out clearly some of the most important features of classical Islamic civilization, especially in the sciences, as well as more specifically the role of Islam in Southeast Asia. Tariq Ramadan propounds that the foundamental principles of Islam which have been studied, illustrated and analyzed in the book in a diversity of scientific and artistic fields remind students and thinkers: it is by acknowledging the universal roots of Islamic civilization that Muslims will be able to appropriately address challenges of their time. Therefore, this reviewer like Esposito hopes that this book will be welcomed by scholars and students in the Muslim world and in the West.